BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03050008

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 05| May 2025| e-ISSN: 2584-1890

রবীন্দ্র ছোটগল্পের সমাপ্তি নানান অনুভবে : একটি আলোচনা

পীতাম্বর দাস

Student
Email: pitambard51@gmail.com

সারাংশ:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্প পাঠক হৃদয়ে সুদূরের প্রিয়াসী। মানুষের ভাবনা, চিন্তা দ্যোতনাবাহী মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্পে। ছোট গল্পের মধ্যে চরিত্রের ভাববাহী ব্যঞ্জনাধর্মী বক্তব্য পাঠককূল কে ভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ এক বিশাল মহীরুহ। সারা পৃথিবী ব্যাপী তার সংসার। বিশ্ব মানবতার পূজারী রবি ঠাকুর ছোট প্রাণ আর ছোট ব্যথা গুলোকে বাস্তবসমক্ষে উত্তীর্ণ করেছেন শত ধারায়। সমাজের ছোটখাটো জীবন জিজ্ঞাসার দিকগুলিকে তুলে ধরেছেন সাবলীল ভাবে। সাংসারিক চিত্র, প্রেমিক প্রেমিকার টানাপোড়েন, শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ঘূর্ণাবর্ত বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করেছেন গল্পের মধ্যে। আদি দৈবিক ও আধি ভৌতিক চর্চার চর্চিত ধারা প্রবাহিত তার গল্পে। গল্পগুলির মধ্যে সুউচ্চ ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশের মধ্যে মর্মস্পর্শী কাহিনীর সঙ্গে মনস্তত্ত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীর মধ্যে কথক হয়ে উঠেছে অনেক সময় প্রাণবন্ত। ক্লাইমেক্স এর দ্বারা গতি সঞ্চারিত হয়েছে নাটকীয় ভঙ্গিমায়। তাঁর গল্পে ভক্তি ভাবুকতা, জননী শোক, আত্মার প্রতি আত্মার গভীর সংযোগ হৃদয়বিদারী ভাবনায় চিত্রিত হয়েছে। গল্পের সমাপ্তিতে বিশেষ ব্যঞ্জনাবীর ভাষার দ্বারা পাঠকের কাছে কোন এক বিশেষ ইঙ্গিত ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে প্রায় প্রতিটি গল্প। মানবিক মূল্যবোধের বাণী প্রকাশ করতে চরিত্রের মুখে খোঁচা দিয়েছেন বক্তব্যকে ঘিরে। সামাজিক কৌলিন্যতা, পণপ্রথা, নারী বিদ্বেষন, চরিত্রের গভীরতম মনোনিবেশ সবকিছু এই ব্যঞ্জনা বাহী বক্তব্যের দ্বারা প্রকাশিত। শেষ বাক্যগুলিতে (!) বোধক চিহ্ন পাঠককে বিস্ময় বোধে উদ্বুদ্ধ করে। মানবিক চেতনা নিয়ে হয়তো আরো কিছু হতে পারতো এমন জিজ্ঞাসার চিহ্ন এসে যায় তার গল্পে। মানব মূল্যবোধের প্রকাশ ও এসেছে গল্পের সমাপ্তিতে। হায় ! কে কাহার! আদায়- শব্দগুলি যেন দূরদৃষ্টির প্রতি মনোযোগ এনে দেয় পাঠককে।

মূলশব্দ: *জননীশোক, মনস্তত্ত্ব, বিশ্বজনীন, জিজ্ঞাসার আর্তি, ভৌতিক।*

ভূমিকা:

বাংলা ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে তৈরীর সময়ই তার রূপ নির্মাণ তথা পরিণতির প্রশ্নে কবি ১৮৯২ সালের ২৯ মে লিখিত “সোনার তরী” কাব্যের বর্ষা যাপন কবিতায় লিখলেন-

“নাহি বর্ণনার ছটা নাহি ঘটনার ঘনঘটা

নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ

অন্তরে অতৃপ্ত রবে সাঙ্গ করি মনে হবে

শেষ হয়ে হইল না শেষ”।

রবীন্দ্র ছোটগল্প মূলত অতৃপ্ত মধুর পরিণতির দিকেই স্পষ্টত ঝোঁক ছিল। ছোট গল্পে মূলত সমাজের প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া মানব জীবন কথা প্রকাশ করতে গিয়ে সম্ভবত কবির মুখে সমাজ সম্পর্কে প্রান গভীর অনুরণন জাগ্রত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোট গল্পে এক ঝলক জীবনচিত্র দেখিয়ে পাঠক হৃদয়ে সহস্র দাবানল জাগাতে এই বিশেষ শ্রেণীর পরিণতি। ব্যঞ্জনা বাহী শব্দ ও বাক্য গল্পের অন্তিম পর্বে এক জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখে। এক্ষেত্রে মূলত কিছু গল্পের পরিসমাপ্তি অনুভবযোগ্য বিষয়-

আলোচনা:

বিশ্ব সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব উনিশ শতকে। বাংলা সাহিত্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ অমীয়স্পর্শে সাহিত্যবিতানে নানা বর্ণ ও গন্ধের কুসুমীত অধ্যায়ের মাঝেই ছোটগল্পের সূচনা বিকাশ ও পূর্ণতা প্রাপ্তি। ষোল বছর বয়সে লেখা ‘ভিখারিনী’ ১৮৭৭ কিংবা তেইশ বছর বয়সে লেখা ‘ঘাটের কথা’ ও ‘রাজপথের কথা’ তে ছোট গল্পের সূচনা হলেও ছোটগল্পের যথার্থতা হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত ‘দেনা পাওনা’ গল্পের মাধ্যমে। ছোট গল্পের বেলায় উনিশ শতকেই তিনি জবাব দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে বিশ শতকে যে সমালোচনার ঝড় উঠেছে-

“মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে

ভেতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে”।

শিলাইদহ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের গল্পই পল্লী সান্নিধ্যে সম্পৃক্ত। রবীন্দ্র মননে ছোট গল্প নতুন শিল্প রূপে সৌন্দর্যমন্ডিত। হিতবাদী তে সাত খানি, সাধনায় ছত্রিশ এবং ভারতীতে চৌদ্দটি সহ, সবুজপত্র, প্রবাসী, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলিকে নতুন সৌন্দর্য দান করেছে গল্পগুলি রবীন্দ্রকৃত শিল্প সুষমায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে উপসংহার বা সমাপ্তি অংশ একান্ত ভাবে রবীন্দ্রকৃত বিশেষ রীতিকে স্মরণ করায়। ভাষা প্রয়োগে, অন্তিম প্রশ্ন চিহ্ন,

রূপকাশ্রয়ে না বলা কথার ভাবনা সূত্র,-সব মিলিয়ে এক বিশেষ পরিণতির পরিচয় পাই। হিতবাদী পত্রিকার যুগে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যেই মূল এই রীতির পরিচয় প্রকাশিত। এই পর্বের প্রথম উল্লেখযোগ্য গল্প 'দেনা পাওনা'। এক দরিদ্র পিতা অসহায় কন্যার পরিণতির প্রধান কারণ হিসেবে পণ প্রথাকেই তিনি চিহ্নিত করেছেন। ফলে এই করুণা ঘন গল্প পরিণতিতে পৌঁছে পাঠক যখন সমাজের যুপকাস্টে বলি নিরূপমার জন্য সদয় হবেন তখনই গল্পকার লিখলেন ব্যাঙ্গের সঙ্গে- "এবার বিশ হাজার টাকা পন এবং হাতে হাতে আদায়"। ছেলের দ্বিতীয় বিবাহে বাহাদুর মহিষীর প্রথম বারের দশ হাজার টাকা ও তোলার যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তাতে আমাদের চেনা পরিবেশের ততোধিক চেনা কাহিনী পড়তে গিয়ে পাঠক সম্প্রদায়কে যেন ব্যাঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করা হলো। এ যেন জটিলতর পরিস্থিতির চমৎকৃত করা উপসংহার। মনিহারা, জীবিত ও মৃত, তপস্বিনী প্রভৃতি গল্পেও প্রায় অনুরুপ পরিসমাপ্তি দেখা যায়। এই ধরনের পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চরিত্রের মুখের কোন কথা দিয়ে গল্প শেষ করেন না। গল্প ব্যাঙ্গাত্মক বিবৃতি দিয়ে শেষ হচ্ছে। কখনো চরিত্রের কথা শেষে থাকলেও তা কাহিনী চমৎকৃতির উপর চাবুক বৈকি। 'তপস্বিনী' গল্পে সড়শীড় দীর্ঘ অন্বেষণ, মাখনলাল বাবুর বধূ সহায়তার পরে পাঠক মনে বড়দার প্রত্যাবর্তন হবে কিনা এ নিয়ে আকাঙ্খা ঘনীভূত হচ্ছিল বিষয় বন্ধনের বাইরে নৈমিষ্যরনন্যের চালা বেঁধে থাকার জন্য ষোড়শী মানসিকভাবে প্রস্তুত। তখন কাপড় কাচা কল কোম্পানির এজেন্ট রূপে বড়দার আগমন। সস্তায় কল কেনার প্রস্তাব দিল পিতাকে- "আপনি সম্বোধন করে"। লেখক তারপরেও দিলেন চাবুক-"ছবি আঁকা ক্যাটালগ পকেট হইতে বাহির করিল"। 'জীবিত ও মৃত' গল্পে কাদম্বিনীর শ্মশান থেকে প্রাণ ফিরে পাওয়া ও তারপরের ঘটনা প্রবাহ মর্মান্তিক। সকলের মতো মানুষ হয়েও মানুষের প্রেতাত্মা বলেই তাকে প্রমাণিত হতে হচ্ছে। তার চেনা পৃথিবীর সকলেই যখন এই বিশ্বাসে আবদ্ধ তখনই মর্মান্িত্মক পরিণতি ঘটালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল যে মরে নাই"। ছুটি ও সুভা গল্প দুটির মধ্যে মূলগত সাজুর্য্য আছে। গল্পগুলির চরিত্র দুটি ফটিক ও সুভাকে প্রকৃতি লালিত নিবিড় অঙ্গ হিসেবে দেখা যেতে পারে। ফটিকের শেষ উচ্চারণ- "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি!" জননী শোক ফটিকের প্রতি পাঠকের করুণা এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্নেহ ও শোকের যুগ্মরসের সঙ্গে হৃদয়ে বিশেষ অনুরণন জাগায়। সুভা গল্পে অসহায় সরল নিস্পাপ মেয়েটির প্রতি অবিচারের শেষ ও চরমতম দৃশ্যটি আঁকতে যেন অভিসারী হচ্ছেন লেখক। একটি মাত্র দীর্ণ উচ্চারণে দাম্পত্য পরিণতির সংবাদ দিচ্ছেন গল্পকার,- "সে চারিদিকে চায় ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝি তো সেই আজন্ম পরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না-বালিকার চির নীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত স্পন্দন বাজিতে লাগিল, অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না"। সুভার করুন পরিণতি এটাকেই সর্বোচ্চ ভাবা যেতে পারে এখানেই ক্লাইম্যাক্স সমেত গল্পটি শেষ হতেও পারতো। মহান শিল্পী রবীন্দ্রনাথ তার ওপরে চাবুক চালালেন পাঠকের উপর চমকে ওঠা পরিসমাপ্তি শেষ পর্যায়ে উপহার দিলেন। সুভার বিষময় ও দগ্ধকর পরিবেশ আরো মর্মান্তিক হলো সমাজ স্বার্থপরতার উত্তরণের নির্লজ্জ প্রতিচ্ছবিতে- "এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা পরীক্ষা করিয়া ভাষা বিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন’- এই প্রথম গল্প যেখানে পদ্মার আবির্ভাব। সমগ্র গল্পে সেই প্রেক্ষাপট রাইচরণের জীবন পথ প্রবাহিত হচ্ছিল অনুরূপভাবে। কিন্তু পরিণতিতে এসে এই প্রবাহ বহুমাত্রিক ভাবান্তরে ব্যাপ্ত। নিজের আত্মজকে প্রভুর নিকট সমর্পণ কালে রায়চরণের মুখে শেষ কথা,- “পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই”-তে বোঝা যাচ্ছিল অসহায়তার মর্মকথা। ফলত গল্প কর যখন পরিসমাপ্তি লেখেন- “মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়ে আসিল, যেখানে কোন লোক নেই”। অন্তিমাংশে রাইচরণের মনে দুটি অংশের উদয় হইল প্রথমত পিতা রায়চরণ পিতৃত্ব চিনতে পারল এবং অসহায়তা প্রকাশ করেছে। দ্বিতীয়ত নিজেরই পুত্রই যখন তৃতীয় খোকাবাবু তার করুণা ভিক্ষায় অপমান বোধ, টাকা ফেরত আসাকে সমালোচক আধুনিক ছোট গল্পের এক টুকরো শক্ত জমি গড়ে ওঠা বলে চিহ্নিত করলেও পৃথিবীর অগন্য লোকের মধ্যে মিশে যাওয়া রাইচরণের পরিণতি প্রশ্নে বিচিত্র কৌণিক ভাবনা মনে আসে। জন অরণ্যে সে কি কেবলমাত্র ঠিকানাহীন পথিক? নাকি মৃত্যু। কঙ্কাল গল্পের অতিপ্রাকৃত পরিবেশের মধ্যে মর্মস্পর্শী কাহিনীটির সঙ্গে মনস্তত্ত্ব যুক্ত আছে। গল্পে জৈনিক বিধবা গল্পকথকের প্রেম কথায় অতৃপ্ত যৌবন ক্ষুধার পরিণতিতে নায়ক নায়িকার করুন প্রাণ সংবরণের মধ্যে প্রেমের সমাপ্তি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কঙ্কাল আত্মার গল্প শেষের পরে লিখেছেন- “ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল”। আমাদের মতে এই আলো প্রবেশ কে শুধুমাত্র রাতের পরে দিনের আগমন বললে ভুল হবে। কেননা নিশিথ অবসানের ইঙ্গিতের লেখক অব্যবহিত পূর্বে এমন সময় কাক ডাকিল বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কঙ্কাল গল্পে কি সমাজ কঙ্কালের কাহিনী শোনার পরে প্রগতিশীল মনের আলোর আভাস দিয়েছেন? দেনা পাওনা গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে ঝাঁকুনি দিয়ে গল্পের শেষ করেছিলেন প্রায় ২৩ বছর পরে হৈমন্তী গল্পের পরিসমাপ্তি অংশে সমাজ নগ্নতা প্রায় স্নহিত আরেকটি প্রসঙ্গ অবতারণা আছে। পুরুষ শাসিত সমাজে উপেক্ষিত থাকা সত্ত্বেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় বা বিমুখ হৈম প্রতিবাদ করিনি। অন্যদিকে পুরুষ সমাজের আত্মজাগরণের সুযোগ থাকলেও তা প্রতিবাদের স্তরে আসেনি এ প্রসঙ্গে গল্পকথক জানালেন- “যেদিন অযোধ্যায় লোকেরা সীতাকে বিসর্জন দেবার দাবি করিয়াছিল তাহার মধ্যে আমিও যে ছিলাম”। অন্যদিকে তিনি আবার পত্নী বিয়োগের পরে ভাবলেন- “শুনেতেছি মা পাত্রী সন্ধান করিতেছেন। হয়তো একদিন মার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিব না ইহা ও সম্ভব হইতে পারে। কারণ থাক আর কাজ কি!” গল্পের এই উপসংহার নীতিহীন মেরুদন্ডহীন পুরুষতান্ত্রিকতাকে ব্যঙ্গ করে। বিস্ময় বোধক চিহ্ন (!) গল্প শেষ করে পাঠককে বিস্মিতই হতে হয়। ‘শাস্তি’ গল্পের পরিণতি নিয়েও বলা যায়, মিথ্যা দোষী সাব্যস্ত যুবতি বধু চন্দার ফাঁসি হওয়ার পূর্বে স্বামীর সঙ্গে দেখা করার প্রস্তাব উঠলে লেখক শেষ বাক্য লিখলেন- “চন্দরা কহিল মরণ”! এই একটি মাত্র শব্দ নিয়ে কৌণিক দিক থেকে বিচার হতে পারে। একেবার সমাজ বাস্তবতা থেকে প্রায় সমস্বরে ধিক্কারের সুরের কথা। অন্যভাবে বলা যায়, একান্ত মৃত্যুকেই কামনা করে চন্দরা। স্বামীর প্রতি, সমাজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ ও ঘৃণিত এই নারীকে অভিমানিনিরূপেও সমালোচক দেখেছেন। ফলে উদ্ধত রক্ত চক্ষুতে নয় অভিমানে সে মৃত্যু কামনা করে। তপোব্রত ঘোষ লিখেন- “এই একটি শব্দই ধ্বনিত হয়েছে অভিমানহত নারী কণ্ঠে মৃত্যুর প্রতি অশ্রু বিজড়িত আহ্বান”। অন্যভাবে ও বলা চলে

মরণ শব্দটিকে ব্যাঙ্গার্থ ভাবা যেতে পারে। গ্রাম্য প্রবাদে মরণ দশা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় আবার স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন বসত মরণ বলে ব্যাঙ্গ গালিগালাজ ও হতে পারে। আয়তনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সব থেকে বৃহদাকার ছোটগল্প 'নষ্টনীড়'। উক্ত গল্পের শেষে পর্যায়ে চারু ভূপতির সঙ্গে চলে যেতে চায় মৈশুরে। অবশ্য ভূপতির বিচারে- "অমলের বিচ্ছেদ স্মৃতি যে বাড়িকে বেষ্টন করিয়া জ্বলিতেছে চারু দাবানল গ্রস্থ হরিণীর মত সে বাড়ি পরিত্যাগ করিয়া পালাইতে চায়"। আপাতত ভাবে মনে হবে চারুর মানসিক পরিবর্তন হয়েছে, কেননা নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে- "সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া চারুর মুখ কাগজের মত শুষ্ক সাদা হয়ে যাওয়া এবং মুঠা করিয়া খাট চেপে ধরার মধ্যে তার পরিচয় আছে। একে একে বলমাত্র পলায়নী বৃত্তি সমেত আত্মতুষ্টি ভাবা ঠিক হবে না"। মেঘ ও রৌদ্র গল্পের শেষে শশীভূষণ এর সঙ্গে গিরি বলার সাক্ষাৎ কালে গল্পকার বর্ণনা দিচ্ছেন- "নিরুদ্ধ অশ্রম্ন বাষ্প তাহার বাক্য পথ সবলে রোধ করিল এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায় ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বার বদ্ধ হইয়া রহিলো"। এমনটাতেও গল্প শেষ হতে পারতো অথচ এই পরিণতির পরেও গল্পকার কীর্তন গানের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন।- "সেই কীর্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আশায় আসিয়া দাঁড়াইলো এবং পুন পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাইতে লাগিল এসো এসো হে"! এই ভিড়্গার সঙ্গে গিরিবালা ও শশীভূষণের রূপটি ধরতে গেলে বিবিধ দিকনির্দেশি প্রসঙ্গ এসে যায়। গিরিবালা তো অবস্থান ভিক্ষাই (কর্তব্য) করেছে। একদিন পিতার ধমকেই শশীদাদার বাড়ি তার রুদ্ধ ছিল। মূলত এজন্যেই কামনা ভিক্ষা। অন্যদিকে পরিজনহীন শোষিত সংসারে একাকী। গিরিবালার সাথে কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই বলেই আশ্রয় পাওয়া তো ভিক্ষাই। যদিও তা পেয়েছে অবলীলাক্রমে। অন্য দিক দিয়ে ভাবা যায় একদিকে সুউচ্চ অট্টালিকা অন্যদিকে ভিক্ষাবৃত্তি এসো এসো হে আহ্বান কোনোমতে তা মেলার ই ইঙ্গিত। একান্ত বিপরীত ও অসম দুই বিষয়ে মিলবে না তবুও মেলানোর তাগিদ। এ পর্বে গিরিবালা ও শশির সম্পর্ক তো তাই ই। আহ্বান ও ভিক্ষার মাঝে ঠিক কোন ধরনের সম্পর্ক ও ইঙ্গিত তা জটিল ও বহুস্তরীয়। প্রসঙ্গত সেই কারণেই, এসো এসো হে! এসো শব্দ দুবার ও শেষে বিস্ময়সূচক চিহ্নের(!) ব্যবহার দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প গুলি সুক্ষ্মাতিসুক্ষভাবে বিশ্লেষণ করলে সুউচ্চ এক শিল্পের পরিচয় পাওয়া যাবে। পরিসমাপ্তিতে সেই প্রাসঙ্গিক আলোচনা একটি পৃথক মাত্রা পাবে। সুউচ্চ ভাষা বন্ধনে যে বলিষ্ঠতা রবীন্দ্র ছোটগল্পগুলিতে রয়েছে অনেক স্থলে লিরিকের স্তরে পৌঁছে দেয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটগল্প কারদের বেলাতেও এই পরিণতি কৃতিত্ব এনে দিয়েছে। শেষ বাক্য রবীন্দ্র ছোটগল্পে মানুষের মর্মস্পর্শ করেছে। এ জাতীয় গল্পে রবীন্দ্রনাথ মূলত সমাজ চৈতন্য কি আশ্রয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পের শেষের বাক্য যার নানর্থ্য হবে। গল্প পাঠের সময় পাঠক যে ভাবনা সূত্রে আবদ্ধ হন শেষের বর্ণা তে মেলাতে গিয়ে বহুমাত্রিক ও বহুস্তরীয় ভাবনায় সম্পৃক্ত হন। ফলত কোন একক ভাবনা এখানে সুনির্দিষ্টতা বোঝা যায় না। পাঠকবর্গ করতে গিয়ে চেনা জগতের ততোধিক চেনা কাহিনী পাবেন। শুরুতে অনেক সময় ক্লাইমেক্স কিংবা মধ্যস্থলে যে কোন স্থান থেকে শুরু করবেন। পাঠককে খাড়াই

ভাবে দাঁড়াতে হবে অথচ গল্পের সোজা পথে সমতলে হাঁটতে হাঁটতে মুখোমুখি হতে হয়। উক্ত দিকগুলিকে মান্যতা দিয়ে বহু গল্পের সমাপ্তি। মূলত এভাবেই সত্য প্রমাণিত হয় 'শেষ হয়েও হইল না শেষ'।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- বিশী, প্রমথনাথ, (১৩৬১), রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা ১২
- দেবনাথ, ডক্টর ননীগোপাল, (২০১০) রবীন্দ্র ছোটগল্পের নির্মাণ শৈলী, অক্ষর পাবলিকেশন, ত্রিপুরা - ৭৯৯ ০০১
- মোল্লা, ডঃ কুতুব উদ্দিন. ইাসিরা, ডঃ রিজুয়ানা, বৈশাখ (১৪২০),রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের রূপরেখা, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলিকাতা ৭০০০৭৩
- অধ্যাপক ঘোষ, তরুণ, জুন (১৯৯৮) প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র ও ছোট গল্প, বসুশ্রী বুক স্টল, কলিকাতা ৭০০০৭৩
- বিশ্বাস, প্রদ্যুৎ, সেপ্টেম্বর (২০০৯), রবীন্দ্র গল্পের আকর ও আকার, বুকস ওয়ে কলিকাতা ৭০০০০৯
- চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, ২৬ শে জুন (১৯৯৮), বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, আনন্দময়ী প্রকাশনী, হুগলি

Citation: **দাস. পী.**, (2025) "রবীন্দ্র ছোটগল্পের সমাপ্তি নানান অনুভবে : একটি আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-05, May-2025.